বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Water Development Board

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল
পানি ভবন, ব্লক-জি, লেভেল-৬,
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ০২২২২২৩০০১৫
ই-মেইলঃ director_cpc@yahoo.com

Office of the Superintending Engineer
Contract & Procurement Cell
Pani Bhaban, Block-G, Level-6
72 Green Road, Dhaka-1215
Phone: 02222230015
E-mail: dir.cpc@ bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৫.২২.০০২.১৯-৫৬ তারিখঃ ০১-০৩-২০২১ খ্রিঃ

সার্কুলার

এত দ্বারা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্রয়কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৪/০১/২০২১ তারিখে মন্ত্রি পরিষদ সভা কক্ষে অর্পিত ক্রয় (Delegated Procurement) ও সরাসরি ক্রয় (Direct Procurement) পদ্ধতি, আর্থিক বিধি-বিধান ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ (সভার কার্য বিবরণী কপি সংযুক্ত) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাসম হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

অর্পিত ক্রয় (Delegated Procurement) ও সরাসরি ক্রয় (Direct Procurement) পদ্ধতি বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. অর্পিত ক্রয় (Delegated Procurement) –এর ক্ষেত্রে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' –এর বিধি-১২ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে expertise আছে সে প্রতিষ্ঠানকেই কেবল ক্রয়কার্য delegate করা যাবে;
২. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী কর্তৃক কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে তা প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
৩. যে সকল পণ্য কোন একক উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় সে সকল পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজন নেই। তবে পিপিআর-এর তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার উর্ধ্বের ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে;

আর্থিক বিধি-বিধান ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. সরকারের সকল প্রকার প্রাপ্তি/আয় আবশ্যিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে এবং বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না;
২. Rate Schedule বৃদ্ধি করার পূর্বে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
৩. অর্থ বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যয় করা হলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হবে না;
৪. সরকারের পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ বিভাগের Delegation of Financial Power আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।
৫. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট Envelop-এর উপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সিচিবগণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয় প্রত্যয়ন প্রদান ও প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করবে।

প্রকল্পের Feasibility এবং ডিজাইনের যথার্থতা যাচাইকরণ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই তৃতীয় পক্ষ (3^{rd} Party)-এর মাধ্যমে করতে হবে;
২. বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করার সীমা ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০ (একশত) কোটি টাকা করা যেতে পারে, তবে ১০০ (একশত) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সম্ভব্যতা যাচাই করতে পারে। ১০০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাইরের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভব্যতা যাচাই করতে হবে;
৩. প্রকল্পের Contractor এবং Consultant একই দেশের বা একই মালিকানা প্রতিষ্ঠানের যাতে না হয় সেটা বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;
৪. প্রকল্পের সম্ভব্যতা এবং ডিজাইনের যথার্থতা যাচাই করতে হবে এবং এর বিভিন্ন পর্যায়ে Stakeholder এবং Consultant দ্বারা Cross Check করতে হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Water Development Board

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল
পানি ভবন, ব্লক-জি, লেভেল-৬,
৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ০২২২২২৩০০১৫
ই-মেইলঃ director_cpc@yahoo.com

Office of the Superintending Engineer
Contract & Procurement Cell
Pani Bhaban, Block-G, Level-6
72 Green Road, Dhaka-1215
Phone: 02222230015
E-mail: dir.cpc@ bwdb.gov.bd

<u>৩০০০ সিসি'র উর্ধ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তঃ</u>

১. ৩০০০ সিসি'র উর্ধ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ি ক্রয় করা যাবে না। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে।

<u>নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণ সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ</u>

১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ আবশ্যিকভাবে পরিপালন করবে;
২. বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে Variation যদি ১০%-১৫%-এর বেশী হয় সেক্ষেত্রে Contractor এবং Consultant –এর Opinion নিয়ে তা cross Check করতে হবে। Technically Complex কার্যাবলীর ক্ষেত্রে 3rd Party –এর Expert Opinion গ্রহণ করতে হবে;
৩. রাস্তা সম্প্রসারণের সময় যদি Utility Infrastructure স্থানান্তর করতে হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে Agreement বা MoU থাকতে হবে।
৪. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের আওতায় Listed Contractor –দের Bid Capacity আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে CPTU (Central Procurement Technical Unit) –তে প্রেরণ করতে হবে এবং CPTU আগামী মার্চ-এর মধ্যে website-এ তা প্রকাশ করবে।

২। মহাপরিচালক বাপাউবো মহোদয়ের নির্দেশক্রমে এই সার্কুলারটি জারি করা হলো।

স্বাঃ
(মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল
বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নং- তারিখঃ ২২-০২-২০২১ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।
১. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পূর্ব রিজিয়ন/পশ্চিম রিজিয়ন/পরিকল্পনা/প্রশাসন/অর্থ, বাপাউবো, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী (সকল)------------------ বাপাউবো।
৩. প্রকল্প পরিচালক (স্কল)........................বাপাউবো।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পরিচালক (সকল)------------------বাপাউবো।
৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (সার্কুলারটি বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)----------------------বাপাউবো, ঢাকা।
৭. দপ্তর কপি।

Siddik ০১/০৬/২০২১
(মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

D:\SE_Siddik\Forwarding_2021_cpc.docx

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩২.৯৯.০৮৫.১৭.৬৫ তারিখ: ১ ফাল্গুন ১৪২৭
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়: **অর্পিত ক্রয় ও সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি, আর্থিক বিধিবিধান ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

সূত্র: স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৮১২.২৫.০০২.২১.(৩).২৭; তারিখ: ২৪ জানুয়ারি ২০২১

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের সংলগ্নীসহ ছায়ালিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১৪-২-২০২১
আ স ম সুজা
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৭০১
ইমেইল: admin2@mowr.gov.bd

বিতরণ :
১) .... (সকল অধিশাখা/শাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা প্রধান

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩২.৯৯.০৮৫.১৭.৬৫/১(৫) তারিখ: ১ ফাল্গুন ১৪২৭
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৪) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রশাসন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৫) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উন্নয়ন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৪-২-২০২১
আ স ম সুজা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ)এর দপ্তর

28 JAN 2021

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সচিবের দপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রকল্প অধিশাখা
(www.cabinet.gov.bd)

বিষয়: অর্পিত ক্রয় ও সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি, আর্থিক বিধিবিধান ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
তারিখ	:	১৪ জানুয়ারি ২০২১
সময়	:	বিকাল ০৩:০০ মিনিট
স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষ (কক্ষ নম্বর: ৩০৪, ভবন নম্বর: ০১, বাংলাদেশ সচিবালয়)

অর্পিত ক্রয় (Delegated Procurement) ও সরাসরি ক্রয় (Direct Procurement) পদ্ধতি, আর্থিক বিধিবিধান ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, প্রকল্পের ফিজিবিলিটি এবং ডিজাইনের যথার্থতা যাচাইকরণ, ৩০০০ সিসি'র উর্ধ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ি ক্রয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিতে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ; সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; সচিব, সেতু বিভাগ; সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ; সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়; সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ; স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা উপস্থিত ছিলেন।

০২। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, সরকারের দীর্ঘমেয়াদি Investment Plan বাস্তবায়নের একটি পূর্বশর্ত হলো উন্নয়ন প্রকল্পের সঠিক এবং সময়োচিত বাস্তবায়ন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমানে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ করে পূর্ত সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং দফায় দফায় ব্যয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে, ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রেই পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন মোতাবেক অর্পিত ক্রয় ও সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি এবং সার্বিকভাবে আর্থিক বিধিবিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। এছাড়া প্রকল্পের ফিজিবিলিটি এবং ডিজাইনের যথার্থতা সঠিকভাবে যাচাই না করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না এবং সরকারি অর্থ অপচয় হচ্ছে। তিনি বলেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য এ অবস্থা থেকে উত্তরণ একান্ত জরুরি। এ পর্যায়ে তিনি আলোচ্যসূচি মোতাবেক সকলকে বক্তব্য উপস্থাপনের এবং মতামত প্রদানের আহ্বান জানান।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উপসচিব (প্রশাসন-২ শাখা)

০৩। আলোচ্যসূচি-০১: অর্পিত ক্রয় (Delegated Procurement) এবং সরাসরি ক্রয় (Direct Procurement) পদ্ধতি: সভায় এ সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান উপস্থাপন করা হয়। 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮'-এর বিধি -১২ তে অর্পিত ক্রয় (Delegated Procurement) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের পর্যাপ্ত কারিগরি সামর্থ্য না থাকলে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব উক্ত ক্রয়কার্যে পারদর্শী কোন ক্রয়কারীকে Executive Agency হিসেবে অর্পণ করা যাবে। অর্পিত ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য মনোনীত Executive Agency 'অর্পিত ক্রয়কার্য' সম্পাদনের জন্য যথাক্রমে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা ক্রয়কারী হিসাবে কাজ করিবে এবং তিনটি কাজ সম্পাদন করবে যা হলো (ক) পিপিআর-এর বিধান অনুসরণক্রমে ক্রয়কার্য সম্পাদন (খ) আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুসরণক্রমে অনুমোদন প্রদান এবং (গ) চুক্তি পরিচালনা ও প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কার্য বাস্তবায়ন তদারকি। স্বত্বাধিকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর অর্পিত ক্রয়কার্য সমাপ্তির পরে Executive Agency-এর নিকট হতে উহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে। Executive Agency, অর্পিত ক্রয়কার্যের স্থান, ডিজাইন, নির্মান সামগ্রী এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে স্বত্বাধিকারী মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করবে।

০৪। অর্পিত ক্রয় (Delegated Procurement)-এর বিষয়ে সভাপতি বলেন, অর্পিত ক্রয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রধান প্রকৌশলীদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সেই প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়কার্য delegate করা যাবে যাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে expertise রয়েছে। ইদানীং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এ বিধানটি অনুসরণ করা হচ্ছে না। BIWTA তাদের ড্রেজিং-এর কাজ দিচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে, কিন্তু নৌবাহিনীর expertise ড্রেজিং-এ নয়; সড়ক অধিদপ্তর রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তার কাজ করতে পারে কিন্তু রাস্তা নির্মাণ-এর দায়িত্ব দিতে হলে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর পূর্ত পরিদপ্তর কর্তৃক এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অপরদিকে মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরিকে দেয়া হচ্ছে আবাসন নির্মাণের কাজ যাতে তাদের কোন expertise নাই। অর্পিত ক্রয়ের ক্ষেত্রে এসকল অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে যা একেবারেই কাম্য নয় বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৫। সরাসরি ক্রয় (Direct Procurement) পদ্ধতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান সভায় উপস্থাপন করা হয়। "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮"-এর বিধি -৭৪ থেকে ৮২ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ এবং বিধি ৮৭ তে আন্তর্জাতিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি ক্রয় (Direct Procurement) পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সভাপতি উল্লিখিত বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক ক্রয়কার্য সম্পাদনের নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন, কোন অবস্থাতেই অবাধ প্রতিযোগিতা এড়াবার বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সরবরাহকারী ও ঠিকাদারের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি বা আনুকূল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে Single Source পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না। যে সকল পণ্য কোন একক উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় সেক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে প্রগতি থেকে গাড়ি ক্রয়ের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার উর্ধ্বের ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী কর্তৃক কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করতে হবে সে বিষয়েও পিপিআর-এর বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে যাতে ব্যত্যয় না হয় সে বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

০৬। **বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

০৬.১ অর্পিত ক্রয় (Delegated Procurement)-এর ক্ষেত্রে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮'-এর বিধি -১২ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে expertise আছে সে প্রতিষ্ঠানকেই কেবল ক্রয়কার্য delegate করা যাবে;

০৬.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী কর্তৃক কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে তা প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

০৬.৩ যে সকল পণ্য কোন একক উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় সে সকল পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের প্রয়োজন নেই। তবে পিপিআর-এর তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার উর্ধ্বের ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।

০৭। **আলোচ্যসূচি-০২: আর্থিক বিধিবিধান এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ** (Delegation of Financial Power)- সভায় এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধান উপস্থাপন করা হয়। 'আর্থিক বিধিবিধান'-এর আইনগত ভিত্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের আর্টিক্যাল ৮১-৯৩ -এ অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি; সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন' ২০০৯; স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০; জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুল, ট্রেজারি রুল এবং সাবসিডিয়ারি রুল।

০৮। **সভায় পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ** (Delegation of Financial Power)-এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণ পরিশোধ হতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিল অর্থাৎ "সংযুক্ত তহবিলে" জমা হবে। সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারি অর্থ 'প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব'-এ জমা হবে। সরকারি অর্থ/আয় জমা প্রদানের ক্ষেত্রে এ বিধান অবশ্য পালনীয়। অর্থ বিভাগ সংযুক্ত তহবিল এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ অর্থ বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত সংযুক্ত তহবিলের অর্থ যেমন অন্যত্র জমা করা যাবে না, তেমনি এ অর্থ ব্যয়ও করা যাবে না। এ বিষয়টি সকলের মনে রাখা প্রয়োজন।

০৯। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ এ প্রসঙ্গে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণপূর্ত অধিদপ্তরের Rate Schedule বার বার বৃদ্ধির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন Rate Schedule বৃদ্ধি করলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হয়। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু গণপূর্ত অধিদপ্তর Rate Schedule বৃদ্ধি করার পূর্বে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করছে না। এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করা হচ্ছে না, যা কাম্য নয়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, প্রাথমিকভাবে একটি প্রতিষ্ঠান ১০%-১৫% কমে কাজ পাচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে Rate Schedule বৃদ্ধির ফলে উক্ত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে নতুন রেটে কাজের অনুমোদন দেওয়া হলে তা হবে বিধি বহির্ভূত। সভাপতি বলেন, Rate Schedule বৃদ্ধি করতে হলে অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ পর্যায়ে বলেন, Basic Construction Material-এর রেট সকল প্রকল্পে একই থাকার কথা কিন্তু সেখানেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে তিনি Rate Schedule Unified করার প্রস্তাব দেন। এক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর উক্ত Schedule হালনাগাদ করতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১০। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ আরও বলেন, Delegated Procurement-এর ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান Executive Agency হিসেবে স্বত্বাধিকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর নিকট থেকে ইতঃপূর্বে ২%-১০% কমিশন আদায় করে নিজস্ব তহবিলে জমা করেছে ও ব্যয় করেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে কোন প্রকার আয় সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদ হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা রাখা বাধ্যতামূলক। তিনি এ প্রসঙ্গে 'স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এসকল সংস্থাসমূহের নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের পরও তাদের তহবিলে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। উক্ত আইনের ব্যত্যয় না করে উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।

১১। সরকারের আর্থিক বিধিবিধান অনুযায়ী ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ সভাকে অবহিত করেন। তথাপিও দেখা যাচ্ছে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন সংস্থা কর্তৃক কোন অর্থ ব্যয় করার পর ভূতাপেক্ষ অনুমোদের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। তিনি বলেন অর্থ বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যয় করা হলে তা সংশ্লিষ্টদের জন্য Personal Liability হিসেবে গণ্য হবে। অনুমোদন ব্যতিত কোন সরকারি অর্থ ব্যয় করার বিধান নেই, তাই অনুমোদনবীহিত কোন ব্যয় পরবর্তীতে ভূতাপেক্ষ অনুমোদনেরও কোন সুযোগ নেই।

১২। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, সরকারের পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ বিভাগের Delegation of Financial Power অনুসরণ করতে হবে। সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন পিপিআর অনুসরণ করতে হবে, অপরদিকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বিভাগীয় প্রধান/প্রকল্প পরিচালকগণকে অর্পিত আর্থিক ক্ষমতা মোতাবেক অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় (এমটিবিএফ) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এক বছরের প্রাক্কলন এবং পরের দুই বছরের প্রক্ষেপণ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রদান করা হয়। অর্থাৎ তিন বছরের বাজেট Envelop-এর উপর ভিত্তি করেই মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তাদের প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্পে বরাদ্দ প্রস্তাব করার কথা, কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিবগণ তাদের বাজেট Envelop যাচাই না করেই প্রকল্প গ্রহণ করছেন এবং প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে প্রত্যয়ন প্রদান করছেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ প্রত্যয়ন করছেন যে- প্রকল্প ব্যয় MTBF সিলিং-এর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা সিলিং-এর অনেক বেশি। বিষয়টি সচিব কর্তৃক প্রদত্ত সত্যায়নের বিপরীত। এ বিষয়ে তিনি সকল সিনিয়র সচিব/সচিবগণকে যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণের আহ্বান জানান এবং এমটিবিএফ বাজেট সিলিং-এর মধ্যে প্রকল্প ব্যয় পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রত্যয়ন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৩। **বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় দ্বিতীয় আলোচ্যসূচির বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

১৩.১ সরকারের সকল প্রকার প্রাপ্তি/আয় আবশ্যিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে এবং বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না;

১৩.২ Rate Schedule বৃদ্ধি করার পূর্বে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

১৩.৩ অর্থ বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যয় করা হলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হবে না;

১৩.৪ সরকারের পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ বিভাগের Delegation of Financial Power আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে;

১৩.৫ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট Envelop-এর উপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবগণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে প্রত্যয়ন প্রদান ও প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করবে।

১৪। **আলোচ্যসূচি-০৩: প্রকল্পের ফিজিবিলিটি এবং ডিজাইনের যথার্থতা যাচাইকরণ:** সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি মোতাবেক ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়সম্পন্ন সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার পর তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ফিজিবিলিটি এবং ডিজাইনের যথার্থতা যাচাইকরণের জন্য Cross Check করা জরুরি।

১৫। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকালে Need Assessment করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই 3rd Party-র মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। তবে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্প, যেখানে সম্ভাব্যতা যাচাই বাধ্যতামূলক নয় সেখানে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা যাচাই করা যাবে। কিন্তু মেগা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করার সীমা ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার থেকে বৃদ্ধি করে ১০০ (একশত) কোটি টাকা করার জন্য প্রস্তাব দেন। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রে Environmental Impact Assessment-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেন।

১৬। সভাপতি আরও বলেন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর বিভিন্ন পর্যায়ে অবশ্যই Cross Check করতে হবে। প্রাথমিক Feasibility Report পাওয়ার পর Stakeholder-দের সাথে নিয়ে Cross Check করতে হবে। চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর পুনরায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে Cross Check করতে হবে। Feasibility Study যখন করা হয় তখন কেবল economic এবং environmental বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পের ডিজাইনের ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ থাকে না। পরবর্তীতে Detail Design প্রণয়ন হলে সেটাও Cross Check করতে হবে। কোন বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান (Technical Expertise) না থাকলে International Expert/Consultant নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে Cross Check করাতে হবে। প্রকল্পের Contractor এবং Consultant একই দেশের বা একই মালিকানা প্রতিষ্ঠানের যাতে না হয় সেটা নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয় মর্মেও তিনি মত প্রকাশ করেন। Tender Condition-এ বিষয়টি উল্লেখ থাকাও বাঞ্ছনীয়।

১৭। **বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

১৭.১ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই তৃতীয় পক্ষ (3rd Party)-এর মাধ্যমে করতে হবে;

১৭.২ বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করার সীমা ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০ (একশত) কোটি টাকা করা যেতে পারে, তবে ১০০ (একশত) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পারে। ১০০ কোটি টাকার উর্ধ্বের প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাইরের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের Contractor এবং Consultant একই দেশের বা একই মালিকানা প্রতিষ্ঠানের যাতে না হয় সেটা বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৪ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা এবং ডিজাইনের যথার্থতা যাচাই করতে হবে এবং এর বিভিন্ন পর্যায়ে Stakeholder এবং Consultant দ্বারা Cross Check করতে হবে।

১৮। **আলোচ্যসূচি-০৪: ৩০০০ সিসি'র উর্ধ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত:** সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন ৩০০০ সিসি'র উর্ধ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ি ব্যবহার করলে প্রকল্পে জ্বালানি ব্যবহার এবং ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। তিনি বাংলাদেশের সড়কের অবস্থার প্রেক্ষাপটে ৩০০০ সিসি'র উর্ধ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ি ক্রয় করার প্রয়োজন নেই মর্মে উল্লেখ করেন। উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায়ও বিষয়টি আলোচনাপূর্বক অনুরূপ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিশেষত: ৩০০০ সিসি'র অধিক গাড়িগুলোর জ্বালানি এবং সংরক্ষণ ব্যয় অত্যাধিক। সে কারণে এগুলো পরিহার করা আবশ্যক।

১৯। **বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

১৯.১ ৩০০০ সিসি'র উর্ধ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ি ক্রয় করা যাবে না। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে।

২০। **আলোচ্যসূচি-০৫: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণ সংক্রান্ত:** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোকে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেন: "সরকারি কার্যাবলি, কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রায়শই দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায়। নির্ধারিত সময়ে এগুলো সম্পাদিত না হওয়ায় এর সুফল থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হয় এবং অনেকক্ষেত্রেই ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, আর্থিক শৃঙ্খলারও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সে কারণে বছরের প্রথম থেকেই এসব বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা এবং আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিবিড় তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিষয়গুলো পর্যালোচনাপূর্বক যথাসময়ে কার্যাবলি/কর্মসূচি/প্রকল্প সম্পাদন না হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আবশ্যিক পর্যালোচনা/তদন্ত করে দেখা এবং দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।"

২১। সভাপতি বলেন, বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে Variation হতে পারে কারণ প্রকল্পের ডিজাইন কতিপয় Assumption-এর ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়। তবে উক্ত Variation যদি ১০%-১৫%-এর বেশি হয় সেক্ষেত্রে Contractor-এর Opinion প্রয়োজন। তবে Contractor-এর Opinion প্রদানের পর Consultant-এর Opinion নিয়ে তা cross check করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 3rd Party-এর Expert Opinion নিতে হবে। মেগা প্রকল্পের ক্ষেত্রে Contractor এবং Management Consultant উভয়েরই Opinion নিতে হবে।

২২। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, প্রকল্প ডিজাইন প্রণয়নকালে ভবিষ্যতে রাস্তা সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনা করেই ডিজাইন চূড়ান্ত করতে হবে। রাস্তা সম্প্রসারণের সময় যদি Utility Infrastructure স্থানান্তর করতে হয় সেক্ষেত্রে ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পায় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের অনেক ভোগান্তি হয়। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এ প্রসঙ্গে বলেন Underground Power Cable স্থাপন সংক্রান্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অনুমতি না দেওয়ায় কাজটি শুরু করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে Agreement বা MoU থাকা দরকার, নতুবা সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি হবে। এছাড়া তিনি প্রকল্পের feasibility study-এর সময় underground ইউটিলিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য Ground Penetrating Radar System (GPRS) ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করেন।।

২৩। সভায় Listed Contractor-দের Bid Capacity সকলের নিকট উন্মুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের আওতায় Listed Contractor-দের Bid Capacity মূল্যায়ন করে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে CPTU (Central Procurement Technical Unit)-এ প্রেরণ করার নির্দেশনা দেন। মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে Bid Capacity Assesment পাওয়ার পর CPTU তার Website-এ প্রকাশ করবে। এছাড়া সভাপতি সময়ে সময়ে এই Bid Capacity Assesment হালনাগাদ করারও নির্দেশনা প্রদান করেন।

২৪। **বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় পঞ্চম আলোচ্যসূচির বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

২৪.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ আবশ্যিকভাবে পরিপালন করবে;

২৪.২ বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে Variation যদি ১০%-১৫%-এর বেশি হয় সেক্ষেত্রে Contractor এবং Consultant-এর Opinion নিয়ে তা cross check করতে হবে। Technically Complex কার্যাবলীর ক্ষেত্রে 3rd Party-এর Expert Opinion গ্রহণ করতে হবে;

২৪.৩ রাস্তা সম্প্রসারণের সময় যদি Utility Infrastructure স্থানান্তর করতে হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে Agreement বা MoU থাকতে হবে;

২৪.৪ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের আওতায় Listed Contractor-দের Bid Capacity আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে CPTU (Central Procurement Technical Unit) CPTU-তে প্রেরণ করবে এবং CPTU আগামী মার্চ-এর মধ্যে Website-এ তা প্রকাশ করবে।

২৫। অত:পর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২১/০১/২০২১
(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮১২.২৫.০০২.২১.(৩).২৭

তারিখ: ১০ মাঘ ১৪২৭ / ২৪ জানুয়ারি ২০২১

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

০১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
০২। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
০৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

০৪। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
০৫। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৬। সচিব, সেতু বিভাগ
০৭। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
০৮। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
০৯। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১০। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১২। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
১৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
১৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
১৫। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন
১৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
১৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
১৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
২০। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
২১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
২২। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
২৩। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
২৪। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
২৫। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
২৬। প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

০১। অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০২। যুগ্মসচিব, প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৪। সচিব সমন্বয় ও সংস্কারের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

28.7.27

(ঊর্মি তামান্না)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭১০৪০
ইমেইল: pro_sec@cabinet.gov.bd